



37745 - রোজাদারেরে মসিওয়াক ব্যবহার করা ও মসিওয়াক করে থুথু গলি ফেলো

প্রশ্ন

রমজানেরে দিনেরে বেলোয় মসিওয়াক ব্যবহার করার হুকুম কী? মসিওয়াক করে থুথু গলি ফেলো ক'জায়যে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোজাকালে ও রোজা ছাড়া, দবিসরে প্রথমভাগে অথবা শেষেভাগে সবসময় মসিওয়াক করা মুস্তাহাব। দললি হচ্ছ-

১- ইমাম বুখারি (নং ৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি আমি আমার উম্মতেরে জন্ম কঠনি মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যকে নামাযেরে সময় মসিওয়াক করার নরিদশে দতিম।”

২- ইমাম নাসাঈ, আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “মসিওয়াক হচ্ছ- মুখ পবত্রিকারী ও রব্বকসে সন্তুষ্টকারী” [নাসাঈ (৫), আলবানী সহহি নাসাঈ গ্রন্থে (৫) হাদসিটকি সহহি বলছেন]

এ হাদসিগুলোতে সবসময় মসিওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষয়ে দললি পাওয়া যায়। এ বখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারকে বাদ দনেন। বরং হাদসিগুলো রোজাদার ও রোজাদার নয় এমন সকলকে শামলি করে।

মসিওয়াক করার পর থুথু গলি ফেলো জায়যে। তবে যদি মসিওয়াকেরে কোনে কিছু ছুটে মুখে থাকে তাহলে সটো ফলে দিয়ে থুথু গলি ফলেবে। যমেন রোজাদারেরে জন্ম ওজু করা জায়যে। ওজুর পানি মুখ থেকে ফলে দিয়ে থুথু গলি ফেলো জায়যে। কুলরি পানি মুখ থেকে শুকয়ি ফেলো আবশ্যকীয় নয়।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ (৬/৩২৭) কতিবে বলেন:

মুতাওয়াল্লি ও অন্যান্যরা বলেন: “রোজাদার কুলি করার পর কুলরি পানি ফলে দিয়ে অপরহির্য। কোনে কাপড় বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে মুখ শুকানো অপরহির্য নয়- এ ব্যাপারে কোনে মতপার্থক্য নহে।” সমাপ্ত

ইমাম বুখারি (রহঃ) বলেন:



রোজাদার কর্তৃক কাঁচা ও শুকনো মসিওয়াক ব্যবহার করা শীর্ষক অধ্যায়... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “যদি আমি আমার উম্মতেরে জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যকে ওজুর সময় মসিওয়াক করার নির্দেশে দিতাম।” বুখারি বলেন: “এ বখান থেকে রোজাদারকে বাদ দয়ো হয়নি।” আয়শো (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “মসিওয়াক হচ্চে- মুখ পবতিরকারী ও রব্বকে সন্তুষ্টকারী” আতা ও কাতাদা বলেন: “তার থুথু সো গলিে ফলেবে।”

ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন:

“এ শরিনোমরে মাধ্যমে তিনি যারা রোজাদারেরে জন্য কাঁচা মসিওয়াক করাকে মাকরুহ মনে করেনে ইঙ্গতিে তাদেরে মতরে প্রত্যুতর দিয়েছেন।”

এক্ষেত্রে তিনি রোজাদারকে অন্য কারো থেকে আলাদা করেননি। যমেনভাবে কাঁচা মসিওয়াক থেকে শুকনো মসিওয়াককে আলাদা করেননি। শরিনোমকে এভাবে গ্রহণ করলে এ শরিনোমরে অধীনে যে কয়টি হাদিস উল্লেখ করেছেন সবগুলোর সাথে শরিনোমরে সামঞ্জস্যতা ফুটে উঠে। আর এ সবগুলো বখানকে অন্তর্ভুক্তকারী বাণীটি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসছে- “তিনি তাদেরকে প্রত্যকে ওজুর সময় মসিওয়াক করার নির্দেশে দতিনে।” এ কথাটির দাবী হচ্চে- প্রত্যকে সময় ও প্রত্যকে অবস্থায় মসিওয়াক করা জায়ে।

আতা ও কাতাদা বলেন: “থুথু গলিে ফলেবে”

শরিনোমরে সাথে এ উক্তটির সামঞ্জস্য হলো- সর্ববোচ্চ যে ভয়টি হতে পারে সটো হচ্চে- মসিওয়াকেরে কিছু মুখে মশিে যাওয়া। এ মশিে যাওয়া জনিশিটি কুলারি পানরি মত। যদি সটো মুখ থেকে ফলেে দিয়ে থুথু গলিে ফলেে তাতে রোজার কোনে ক্ষতি হবে না। [ইবনে হাজারেরে বক্তব্য সংক্ষেপেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

সঠিকি মতানুযায়ী দবিসরে প্রথমভাগে হোক বা শেষেভাগে হোক রোজাদারেরে জন্য মসিওয়াক করা সুন্নত। [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৬৮]

মসিওয়াক কাঁচা হলোে দনিরে যে কোনে সময় মসিওয়াক করা সুন্নত। যদি রোজাদার মসিওয়াক করে এবং মসিওয়াককালেে ঝাঁঝ অনুভব করে বা এ জাতীয় কোনে স্বাদ অনুভব করে এবং সটো গলিে ফলেে অথবা থুথুসহ মুখ থেকে মসিওয়াক বরে করে আবার মুখে দিয়ে এবং থুথু গলিে ফলেে এতে করে রোজার কোনে ক্ষতি হবে না। [আল-ফাতাওয়া আল-সাদিয়া, পৃষ্ঠা- ২৪৫]

মসিওয়াকেরে মধ্যে থুথুর সাথে মশিে যায় এমন কোনে পদার্থ থাকলে এ জাতীয় মসিওয়াক পরহির করবে; যমেন- “সবুজ



মসিওয়াক”। অনুরূপভাবে মসিওয়াক তরীতে যদি লিবে বা পুদনি পাতার ফলবোর ব্যবহার করা হয় তাহলে সটোও পরহির করবে। আর মুখরে ভতেরে মসিওয়াকরে ছুঁড়া অংশ ঢুকে গলে সেগেলো ফলে দবি। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু গলি ফলো নাজায়ে। অনচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পটে ঢুকে গলে কোন ক্ষত নিহে”।[সাবউনা মাসয়ালা ফসি সয়াম]

আল্লাহই ভাল জাননে।